কালের কণ্ঠ

তারিখ 01 OCT 2013 পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ২

শিশুদের যৌন হয়রানি বামনায় শিক্ষক গ্রেপ্তার

বরগুনা প্রতিনিধি ▶

বরগুনার বামনায় একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শিক্ষার্থীদের যৌন হয়রানির অভিযোগে ওই স্কুলেরই এক শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত তিন বছরে তিনি ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অর্ধশতাধিক শিশু শিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানি করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। রবিবার ওই স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণির ভুক্তভোগী কয়েকজন শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ জানালে সন্ধ্যায় বামনা থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

জানা গেছে, উপজেলার রামনা ইউনিয়নের পশ্চিম গোলাঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. হানিফ সরদার (৪৮) দীর্ঘদিন ধরে ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বাড়তি শিক্ষাদানের নামে কোচিং বাণিজ্য করছিলেন। কোচিংয়ে শিক্ষাদানের নামে তিনি ওই শিশুদের নানাভাবে যৌন হয়রানি করছিলেন। এ ঘটনায় রবিবার রাতে ভুক্তভোগী এক শিক্ষার্থীর মা বাদী হয়ে অভিযুক্ত শিক্ষককে আসামি করে বামনা থানায় একটি মামলা করেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক ভুক্তভোগী অভিভাবক জানান, অভিযুক্ত হানিফ সরদার স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে কেউ মুখ খোলার সাহস পায় না। তিনি আরো জানান, গত তিন-চার বছরে হানিফ সরদারের হাতে যৌন হয়রানির শিকার এমন শিশুর সংখ্যা অর্ধশতাধিক। ওই কারণে ইতিমধ্যে এ বিদ্যালয় থেকে অনেক শিক্ষার্থী অন্যত্র চলেও গেছে।

হানিফ সরদার

পশ্চিম গোলাঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফাতিমা বেগম জানান, আগেও হানিফ সরদারের নামে একাধিকবার ওই অভিযোগ ওঠে। তবে নানা কৌশলে হাতে-পায়ে ধরে বারবার তিনি পার পেয়ে গেছেন।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ উল্লাহ জানান, আগেও অনেকবার তাঁকে সংশোধন হওয়ার জন্য বলা হয়েছে। তিনি সংশোধিত হননি। বরং তাঁর অপরাধের মাত্রা আরো বেড়ে গেছে। তিনি এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে বলেন, এ ধরনের অপরাধ কোনোভাবেই ক্ষমার যোগ্য নয়।

এ বিষয়ে বামনা থানার ওসি মো. রফিকুল ইসলাম জানান, রবিবার রাতে ভুক্তভোগী এক শিক্ষার্থীর মা বাদী হয়ে অভিযুক্ত শিক্ষক হানিফ সরদারের বিরুদ্ধে বামনা থানায় মামলা করেছেন। মামলায় ভুক্তভোগী আরো ১২ জন শিক্ষার্থীকে সাক্ষী করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, এ বিষয়ে ভুক্তভোগী শিশু ও পরিবারের সঙ্গে কথা বলে যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বামনা ইউএনও মো. আলমগীর হোসেন জানান, ভুক্তভোগী এক শিশু শিক্ষার্থী ও তার মা তাঁর কার্যালয়ে এসে সহকারী শিক্ষক হানিফের বিরুদ্ধে তাঁর কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। বামনা থানার ওসির সঙ্গে এ বিষয়ে তিনি কথা বলেছেন। অভিযুক্ত শিক্ষককে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযোগকারী শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারের সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি ভাবনায় রেখে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে তিনি বামনা থানার ওসি মো. রফিকুল ইসলামকে অনুরোধ জানিয়েছেন।